আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

৮

শূন্যে পাড়ি

'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

৮

শূন্যে পাড়ি

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম
ছবি এঁকেছেন বরিস কালাউশিন

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

বেলুনে গরম হাওয়া পোরা এক সময় শেষ হল। চৌকস ডেকচিটা সরিয়ে নিতে বলল, তারপর নিজের হাতে রবারের নলটা দড়ি দিয়ে এমনভাবে বাঁধল যাতে গরম হাওয়া বেলুন থেকে বেরিয়ে না যায়। এর পর সে সবাইকে ঝুড়ির ভেতরে এসে বসতে বলল। প্রথমেই উঠে বসল ব্যস্তবাগীশ, তার পেছন পেছন গিয়ে উঠল পিঠেপুলি। উঠতে গিয়ে আরেকটু হলেই সে বাকি টুকুনদের মাথার ওপর গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। সে একে মোটা, তায় আবার তার পকেট বোঝাই এটা ওটা নানা জিনিস—কোন পকেটে মিছরির ডেলা, কোনটাতে বা বিস্কুট। শুধুই কি তাই? বিপদ-আপদের কথা ভেবে সে পরেছে গামবুট, দুহাতে ধরে রেখেছে ছাতা। সকলে মিলে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে পিঠেপুলিকে ঝুড়িতে বসিয়ে দিল। এর পরে বাদবাকি টুকুনরা একের পর এক হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। স্যাকারিন সিরাপমশাই ঝুড়ির চারপাশে ছুটোছুটি করে সকলকে বসাতে লেগে গেল।

সে বলল, 'দয়া করে সবাই বসে পড়্। বেলুনে যা জায়গা আছে তাতে সকলের কুলিয়ে যাবে।'

'তুইও বসে পড়্,' ওরা তাকে বলল।

www.nagorikpathagar.org

'সে সময় পাব'খন,' সিরাপ তার উত্তরে বলল। 'সবচেয়ে বড় কথা, তোরা যাতে বসতে পাস।'

সে বিগলিতভাবে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো, সকলকে হাত ধরে তুলল. নীচ থেকে ঠেলে দিল।

শেষকালে সকলেই ঝুড়িতে উঠে পড়ল। নীচে রয়ে গেল একা সিরাপ।

'তুই বসছিস না কেন রে?' অন্যেরা ওকে জিজ্ঞেস করল।

সিরাপ বলল, 'আমার না যাওয়াই বোধহয় ভালো, কী বলিস তোরা? আমি বড্ড মোটা। আমাকে ছাড়া অমনিতেই তোদের ওখানে ঠাসাঠাসি। আমার ভয় হচ্ছে ওজন বেশি না হয়ে যায়।'

'ঘাবড়াস নে, ওজন মোটেই বেশি হবে না।'

'না ভাই, আমাকে ছাড়াই তোরা যা। আমি বরং এখানে অপেক্ষা করব। তোদের ওখানে আর ভিড় বাড়ানো কেন?'

'ভিড় বাড়ানোর আবার কী আছে?' চৌকস জবাব দিল। 'বসে পড়্। সবাই যখন যাবে বলে ঠিক করেছে তখন সবাই একসঙ্গেই যাব।'

সিরাপ অগত্যা গাঁইগুঁই করে ঝুড়িতে উঠে বসল। ঠিক এই সময় এমন একটা

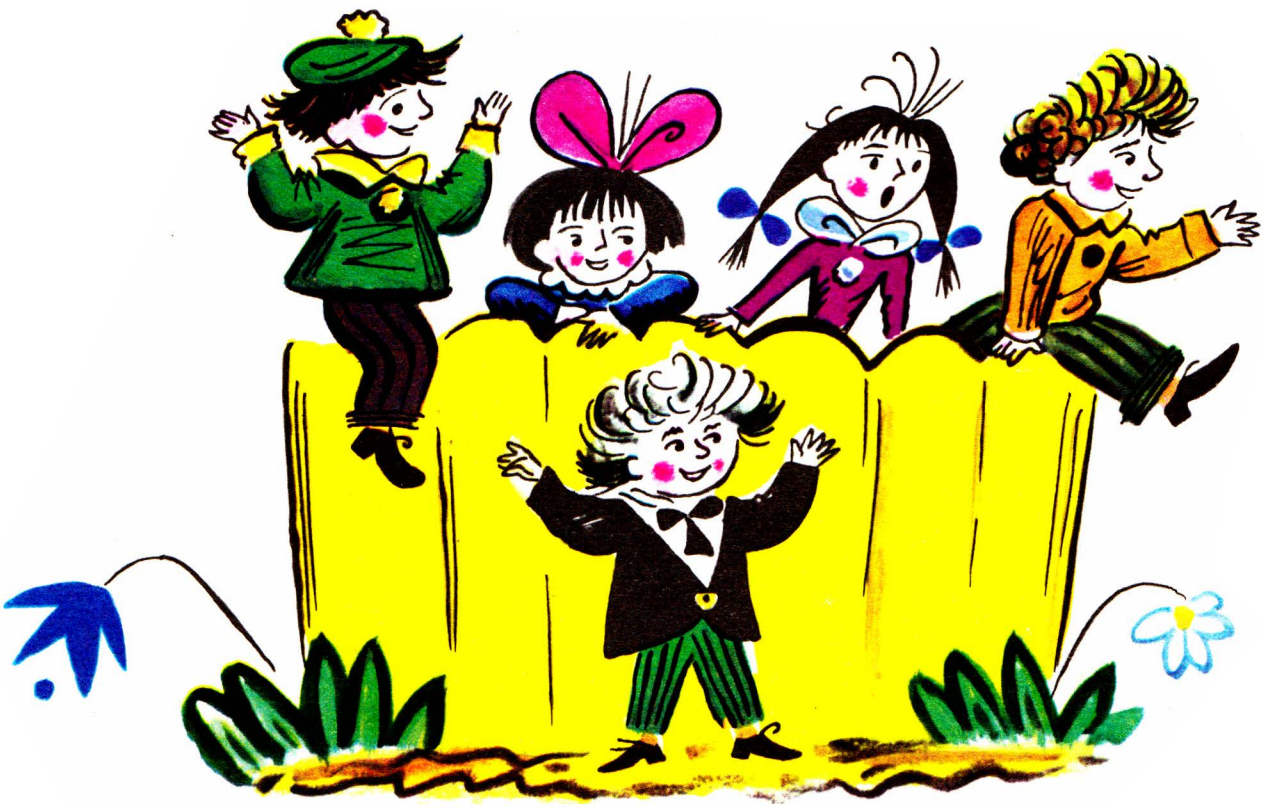

www.nagorikpathagar.org

www.nagarikpathagar.org

ঘটনা ঘটল যা আগে থাকতে কেউ কল্পনা করতে পারে নি — বেলুনসুদ্ধ ঝুড়িটা সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে নেমে এলো।

বেড়ার ওপর বসে বসে হাসতে হাসতে বলল খুদি, 'এই হল ওদের ওড়া!'

ডুবান্তি ওকে ধমক দিয়ে বলল, 'তুই হাসছিস কেন রে? লোকে বিপদে পড়েছে, আর উনি কিনা হেসেই কুটিপাটি!'

পরকলা বলল, 'বিপদ-টিপদ কিছুই হয় নি। আসল কথা হল এই বেলুনটা পনেরোজন টুকুনের জন্যে ঠিক আছে। কিন্তু ষোলজনকে নিয়ে আকাশে উঠতে পারে না।'

'তার মানে উড়বে না বলছিস?' ডুবান্তি জিজ্ঞেস করল।

'একজন কাউকে বাদ দিতে হবে আর কি, তাহলেই উড়বে,' পরকলা বলল।

'হয়ত আনাড়িকেই বাদ দেবে,' টুমটুমি বলল।

সিরাপ বেলুনে চড়ে আকাশে উড়তে ভয় পাচ্ছিল। এই ঘটনায় সে আনন্দে ডগমগ হয়ে বলল:

'কেমন, আমি বলেছিলাম না, ওজন বেশি হয়ে যাবে? তার চেয়ে আমি বরং নেমে যাই।'

সিরাপ নামার জন্য এক পা বাড়িয়েছে, এমন সময় চৌকস একটা বালির বস্তা ঝুড়ির ভেতর থেকে বাইরে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বেলুন হালকা হয়ে আবার ওপরে উঠে গেল। কেবল এখুনি সকলে বুঝতে পারল কেন চৌকস ঝুড়ির ভেতরে বালির বস্তা রাখতে বলেছিল। সকলে হাততালি দিয়ে উঠল। এবারে চৌকস হাত তুলে টুকুনদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিল।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'আচ্ছা, এবারে আমরা আসি ভাই। আমরা দূরের পথ

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পাড়ি দিতে চলেছি। হপ্তা খানেক বাদে ফিরে আসব। চলি!'

'এসো! এসো! তোমাদের যাত্রা শুভ হোক!' চেঁচিয়ে বলতে বলতে টুকুনরা হাত আর টুপি নাড়াতে লাগল।

চৌকস পকেট থেকে পেন্সিল-কাটা ছুরি বার করে তাই দিয়ে ঝোপের সঙ্গে ঝুড়ির বাঁধনের দড়িটা কেটে ফেলল। বেলুন দিব্যি দুলতে দুলতে ওপরে উঠল,

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

একপাশ ঝোপের একটা ডালের সঙ্গে আটকে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই ছাড়িয়ে নিয়ে ধাঁ করে খাড়া ওপরে উঠে গেল।

'হুর্-রে!', চেঁচিয়ে উঠল টুকুনরা। 'চৌকস আর তার বন্ধুরা জিন্দাবাদ! হুর্-রে!'

সকলে হাততালি দিয়ে উঠল, আনন্দে মাথার টুপি আকাশের দিকে ছুঁড়তে

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

লাগল। খুকুরা কোলাকুলি করতে লাগল। টুমটুমি আর ঝুমঝুমি ত দুজনে দুজনকে চুমুই খেয়ে বসল। এদিকে কনকচাঁপা কেঁদে আকুল।

বেলুন ক্রমে আরও ওপরে উঠতে লাগল। বাতাসে একপাশে সরে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে সেটা একটা ছোট্ট বিন্দুর মতো হয়ে গেল, নীল আকাশের বুকে এখন আর প্রায় চোখেই পড়ে না। পরকলা বাড়ির ছাদের ওপর উঠে তার চোঙা দিয়ে বেলুনটা দেখতে লাগল। তার পাশে, ছাদের একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিল কবি ফুলকুমার। বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে সে জনতার উল্লাস দেখছিল, দেখে মনে হচ্ছিল সে কী যেন ভাবছে। হঠাৎ সে দুহাত অনেকখানি ছড়িয়ে গলা চড়িয়ে বলল:

'শোনো! কবিতা শোনো সবাই!'

www.nagorikpathagar.org

সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের হট্টগোল থেমে গেল। সকলে মাথা উঁচু করে ফুলকুমারকে দেখতে লাগল।

'কবিতা!' টুকুনরা ফিসফিস করে বলল। 'এখন কবিতা হবে।'

সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা যাতে নেমে আসে সেজন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ফুলকুমার। তারপর উড়ন্ত বেলুনটার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে সামান্য গলা খাঁকারি দিল, ফের বলল:

'কবিতা।'

এইমাত্র যে কবিতাটা সে বানিয়েছে সেটা সে আবৃত্তি করতে শুরু করল:

ঢাউস বেলুন বাষ্প দিয়ে পোরা,
ভাবছ সোজা হাওয়ায় তাহার ওড়া?
টুকুন মোদের নয় সে কোন পাখি,
তবু ওড়ার যুগ্যি ও সে ঠিকই।
হুঁ হুঁ, মোদের বুদ্ধি ঘটে আছে,
তাইতে সবই পাচ্ছি হাতের কাছে!

www.nagorikpathagar.org

ওঃ, সঙ্গে সঙ্গে যা হৈচৈ শুরু হয়ে গেল! সকলে ফের হাততালি দিল। খোকনরা ফুলকুমারকে ছাদ থেকে টেনে নামিয়ে আদর করে কোলে নিয়ে বাড়ি চলল, আর খুকুরা ফুল থেকে পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফুলকুমারের দিকে ছুঁড়তে লাগল। ঐদিন ফুলকুমারের এমনই নামডাক হয়ে গেল যে মনে হল সে-ই যেন মাথা খাটিয়ে বেলুন বানিয়ে তাতে চেপে মেঘ মুলুকে পাড়ি জমিয়েছে। সকলে ওর কবিতা মুখস্থ করে নিয়ে রাস্তায় ঘাটে সুর করে গাইতে শুরু করে দিল।

ঐদিন আরও অনেকক্ষণ ধরে এখানে ওখানে শোনা যেতে লাগল:

হুঁ হুঁ, মোদের বুদ্ধি ঘটে আছে,
তাইতে সবই পাচ্ছি হাতের কাছে!

www.nagorikpathagar.org

Н. Носов

В ПУТЬ

На языке бенгали

Nikolai Nosov

OFF WE GO!

In Bengali

ছোট শিশুদের জন্য

© বাংলা অনুবাদ · 'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো · ১৯৮৬

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

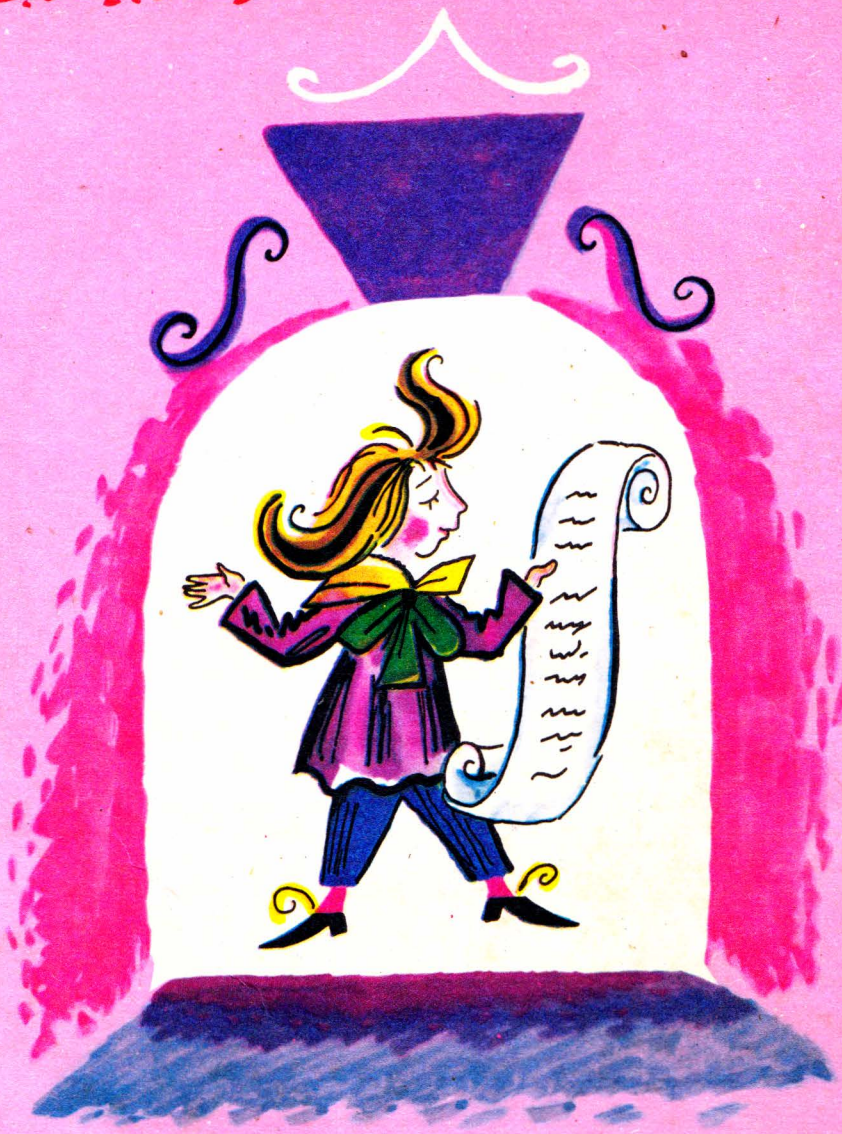

আনাড়ি ও তার বন্ধুদের কাহিনী যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে 'আনাড়ির কাণ্ডকারখানা' সিরিজের অন্যান্য বই পড়ে ফুলনগরীর অধিবাসী রূপকথার নায়কদের আরও কাণ্ডকারখানার পরিচয় পেতে পার।

ISBN 5-05-000730-5
ISBN 5-05-000732-1

www.nagorikpathagar.org